বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, ২০১৮

"আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৮" উপলক্ষে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক একটি আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। ১৬ বছরের উর্দ্ধে বাংলাদেশের যে কোন পেশাদার ও অপেশাদার আলোকচিত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোন ফি প্রদান করতে হবে না। ছবির কপিরাইট আলোকচিত্রীর একক বা যৌথ থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে মূল RAW (.CR2, .NEF বা অন্যান্য) বা Unedited JPEG ফাইল প্রদর্শন করতে হবে।

ছবি জমা ঃ সর্বশেষ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

ছবি প্রদর্শনী ঃ অক্টোবর ২০১৮

আহ্বানকৃত আলোকচিত্রের ধরন, জমাদান পদ্ধতি, এতদসংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ নিম্নে বিস্তারিত দেয়া হলো ঃ

ক. আলোকচিত্রের ধরন ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ ছবিগুলো বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকেন্দ্রিক হতে হবে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকেন্দ্রিক ছবি অল্পসময়ে তুলে ধরা যায় না, সেহেতু ছবির সাথে ছবির গবেষণা সারাংশ/ বর্ণনা থাকতে হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নানামূখী অভিঘাতের ছবি এখানে উল্লেখযোগ্য। এরমধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব, ক্রমবর্ধমান নিম্নচাপের প্রকোপ ও নিয়মিতভাবে উঁচু/জোয়ারের চাপে বাঁধসমূহ ক্ষয়ে/ভেঙে যাওয়া, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতি, উপকূলীয় কৃষি জমির ক্ষয়/ভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সুপেয় পানির অভাব ও অভাবজনিত কারণে শারীরিক সমস্যা, বাস্তুচ্যুতির কারণে অভিবাসন এবং সামাজিক চাপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন ভিন্ন। উত্তরাঞ্চলের তোলা ছবির সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে। বন্যা বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অংশ এবং হাজার বছর ধরে ঘটমান একটি প্রাকৃতিক বিষয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগ হিসাবে বন্যা ও নদীর পাড়ভাঙনের ছবিতে দুর্যোগের গভীরতার বিবরণ থাকতে হবে।

বাংলাদেশে সংঘটিত যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছবি জমা দেয়া যাবে। আবহাওয়ার অস্বাভাবিকত্ব, তাপদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বজ্রপাত ইত্যাদি বিষয়ের উপযুক্ত উপস্থাপনা গুরুত্ব পাবে, পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলার ছবিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তন ও নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট অভিঘাত প্রশমনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও অভিযোজন প্রক্রিয়ার ছবি এখানে সমান গুরুত্ব পাবে। বাংলাদেশের কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগী পালন, পশুসম্পদ, বসতভিটা, অবকাঠামোর নির্মাণ কৌশল ও প্রযুক্তি, সুপেয় পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, নারী ও শিশুদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাব ও অভিযোজন, হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলের দৃশ্যমান প্রভাবের ছবি এই প্রতিযোগিতায় জমা দেয়া যাবে।

খ. ছবি জমাদান পদ্ধতি ও সত্যায়ন ঃ

১. একজন আলোকচিত্রী ছবি প্রতিযোগিতার বিষয়কেন্দ্রিক মোট ১০টি ছবি জমা দিতে পারবেন। ছবিগুলো অবশ্যই মৌলিক (নিজস্ব) হতে হবে। অন্য কোনো প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি জমা দেয়া যাবে না। পরবর্তীতে প্রমাণিত হলে ছবির সনদ ও পুরস্কার বাতিল হয়ে যাবে এবং সেগুলো ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

২. ছবি অবশ্যই জেপিজি (JPG) ফরম্যাটের হতে হবে। ছবির লংগার সাইডে ৩০০০ পিক্সেল এবং Save as করে 'কম্প্রেসন লেভেল' ৮ দিয়ে Save করতে হবে। রেজ্যুলেশন ৩০০ পিক্সেল/ইঞ্চি থাকবে এবং ফাইল সাইজ এক মেগাবাইট বা এর কম থাকতে হবে।

৩. ছবির যেকোন সম্পাদনার ক্ষেত্রে মৌলিক সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসরণ বাধ্যতামূলক। যেকোন অগ্রহণযোগ্য সংশোধিত/ পরিবর্তিত ছবি কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. ছবির বিষয়বস্তু ও দৃশ্যমান চিহ্নসমূহে মৃত মানুষ, সহিংসতা, বর্ণবাদ, অশ্লীলতা বা সাংবাদিকতার নীতিমালা পরিপন্থি কোন কিছু দেখানো যাবে না। ছবিতে যেকোন ধরনের বর্ডার, কপিরাইট মার্ক, ওয়াটার মার্ক বা টেক্সট থাকা যাবে না।

৫. ছবির রিনেম পদ্ধতি ঃ Name_Cell No._Number. যেমন-

Rony_01xxxxxxxxx_01

Rony_01xxxxxxxxx_02

৬. প্রতিটি ছবির সাথে অনধিক ৩০০ শব্দের ক্যাপশন জমা দিতে হবে। ছবির নামের ক্রমানুসারে বাংলায় কম্পিউটার কম্পোজ করতে হবে বিজয়-এ। ওয়ার্ড ফাইলটির একটি পিডিএফ ফাইলও পাঠাতে হবে যেনো বিচারকমন্ডলী আলোকচিত্রের প্রেক্ষিত/প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

৭. ছবি পাঠানো ঃ

ইমেইলের সাবজেক্ট-এ নিজের নাম ও সেলফোন নম্বর লিখুন। ১০টি ছবি (সর্বোচ্চ) এবং ক্যাপশন ফাইল (ওয়ার্ড ও পিডিএফ ফরম্যাট) সংযুক্ত করুন। ইমেইল বডিতে নিচের অংশটুকু পূরণ করুন। ইমেইলে বাংলা সমস্যা হলে বাংলায় কম্পিউটার কম্পোজ করে পিডিএফ করে পাঠাতে পারেন।

১. সম্পূর্ণ নাম (বাংলা) এবং ইংরেজী ক্যাপিটাল লেটারে :

২. পেশা :

৩. বয়স :

৪. ঠিকানা :

৫. ফেইসবুক আইডি :

আমি, ...(নাম)..... এই মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, ইমেইলে সংযুক্ত সবগুলো ছবিই আমার ধারণকৃত। আমি ছবির একক/দ্বৈত কপিরাইটের স্বত্ত্বাধিকারী। পরবর্তীতে মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমি দায়ী থাকবো এবং অর্জিত সবকিছু ফেরত দিতে বাধ্য থাকবো।

সবকিছু ঠিক থাকলে pc.mjf2018@gmail.com এই মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

৮. যেকোন ছবির কপিরাইট বিষয়ে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' সংবেদনশীল। জমাদানকৃত ছবি বা ছবির কপিরাইট আলোচিত্রীর নিজস্ব না হলে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য অবশ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র লাগবে। নির্বাচিত ছবির ক্ষেত্রে এরকম ঘটলে একটি প্রত্যায়নপত্রের প্রয়োজন হবে, যা ঐ আলোকচিত্রীকেই জমা দিতে হবে। নিজস্ব কপিরাইট হলে ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে।৯. ছবি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হলে ছবির আলোচিত্রীকে ইমেইলে ও মোবাইল ফোন এ জানিয়ে দেয়া হবে। নির্বাচিত ছবির হাই রেজ্যুলেসন এডিটেড ফাইল ইমেইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হলে RAW ফাইল বা Unedited JPEG ফাইল ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ে আসতে হতে পারে।

১০. ফিল্মে তোলা ছবির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফ্রেমটি স্ক্যান করে ডিজিটাল ফাইল হিসাবে পাঠাতে হবে। ফিল্ম নষ্ট হয়ে গেলে ঐ ফ্রেমটির ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন প্রিন্টের স্ক্যানিং করা ডিজিটাল ফাইল জমা দেয়া যাবে।

গ. বিচারিক প্রক্রিয়া ও পুরস্কার ঃ

১. তিন সদস্য বিশিষ্ট বিচারকমন্ডলী সব ছবির বিষয় সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা, কারিগরি শৈলী, কম্পোজিসন বৈচিত্র, সুলিখিত ক্যাপশন বিবেচনা করে পুরস্কারের জন্য ছবি নির্বাচিত করবেন।

২. বিচারকমন্ডলী পাঁচটি ছবি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দিবেন এবং সর্বমোট ৬১টি (সর্বোচ্চ) ছবি নির্বাচন করবেন ছবি প্রদর্শনীর জন্য।

৩. পুরস্কার ঃ

প্রথম পুরস্কার ঃ ৪০ হাজার টাকা + সনদপত্র

দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ২০ হাজার টাকা + সনদপত্র

তৃতীয় থেকে পঞ্চম পুরস্কার ঃ ১০ হাজার টাকা + সনদপত্র

এছাড়া ছবি প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত সকল ছবির আলোকচিত্রীকে সনদপত্র দেয়া হবে।

৪. বিচারকমন্ডলীর রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' কোনভাবেই বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে না।

৫. নির্বাচিত সকল ছবি ও আলোকচিত্রীর তালিকা সংশ্লিষ্ট ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও ইমেইল ও সেলফোনে জানানো হবে। তবে পুরস্কার বিষয়ে আগেই ঘোষণা দেয়া হবে না। উদ্বোধনী দিনেই পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

৬. প্রদর্শনীর তারিখ, সময় ও স্থান পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৭. সকল আলোকচিত্রীকে নির্দিষ্ট গ্যালারীতে এসে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধনের সময় ও স্থান নির্বাচিত আলোকচিত্রীদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

৮. প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হবে।

ঘ. নির্বাচিত ছবির বিবিধ ব্যবহারের ধরন ও মাত্রা ঃ

১. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত সকল আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে আলোকচিত্রীকে সেগুলো ব্যবহারের পৃথক অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করে অনুমতি দিতে হবে। তবে অনির্বাচিত ছবির মধ্য থেকে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' কোন ছবি ব্যবহার করতে চাইলে নিয়মানুসারে অনুমতি নেয়া হবে।

২. নির্বাচিত সকল ছবির প্রদর্শনী এবং এই সংশ্লিষ্ট সবধরনের প্রচারণায় প্রিন্ট বা অনলাইন ফরম্যাটে ব্যবহার করা হবে।

৩. 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' নির্বাচিত ছবির সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত নানারকম প্রকারে- মাধ্যমে ব্যবহার করবে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। প্রত্যেকটি ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলোকচিত্রীর যথোপযুক্ত 'ফটো-ক্রেডিট' দেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যের প্রয়োজনে ঃ
জাকিয়া নাজনীন - ০১৭৬১-৭৮৯৩৫৮
দীন মোহাম্মদ শিবলী - ০১৭১২-৮৮৯০৯০